ইসলাম এবং কুসংস্কার-(১ম খন্ড)

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ

ভুমিকা

আমরা সবাই জানি যে কুসংস্কার হল কোন popular belief held without any reason or logic; অর্থাৎ কিনা কোন প্রমান বিহীন কথা যাহা স্বাধারনতঃ মুর্খরা অন্দ্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে। এই কুসংস্কার আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন, রূপকথার (Folklore) কাহিনী যাহা কুসংস্কার হলেও তাকে লোকগাতা বা কেচ্ছা-কাহিনী হিসেবেই ধরা হয়। অন্যটি হল ধর্মীয় কুসংস্কার যাহা একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নিহিত থাকে। মুলতঃ অজানা ভয়, পরকালের চিন্তা এবং অলৌকিকতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়। ব্যাপারটি আরও পরিস্কার করে বললে এটাই দাড়ায় যে মানুষের পরকালের অজানা ভয় এবং তা' থেকে সৃষ্ট কিছু মনগড়া অবাস্তব কুসংস্কার থেকেই জন্ম হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্ম। তাই দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মের আসল উপাদান (Ingredients) হল কিছু অবাস্তব কুসংস্কার। বিশ্বের প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মেই দেখা যায় অনেক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এদিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার এর ছড়াছরি। ইসলাম ধর্মে এত বেশি কুসংস্কার পাওয়া যায় যে এই ধর্মটির মুল স্তম্ভটিই দাড়িয়ে আছে কিছু পৌরানিক এবং অলৌকিকতাপুর্ন কুসংস্কারের উপর।

ইসলামের মুল কিতাব কোরান এবং অসংঙ্খ্য হাদিস পড়লে এমন অনেক কুসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উম্মাদনা বা fanatical believers বা অন্ধবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মাতম।

বাংলাদেশের বাজারের আনাচে-কানাচে খোজ করলে দেখা যায়, বাজারের বুক-স্টোর, ইসলামিষ্টদের লাইব্রেরী গুলোতে, এমনকি শহরের ফুটপাতেও এরুপ হাজার হাজার ইসলামী কিতাব পাওয়া যায় যেগুলোতে কুসংস্কার এ ভর্তি। এইসব ইসলামি কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বই যেমনঃ বেহেস্তের কুঞ্জি, বেহেস্তী জেওর, মোকসেদুল মুমিন, কাছাছুল আম্বিয়া, নেয়ামুল কোরান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়। এসব কুসংস্কার পুর্ন ইসলামী কিতাব গুলো বাংলাদেশের ঘড়ে ঘড়ে পাওয়া যাবে এবং এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের স্বাধারণ **মুসলিম-আমজনতার আসল শিক্ষক বা গুরু।** ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। আর এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগন অতি প্রিয় হয় যে কারনে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা একেবারে রমরমা।

বাংলাদেশের গাও-গ্রামে এমনকি আজকাল শহরেও অসংঙ্খ্য ইসলামি জলসা বা ওয়াজ-মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে হাজার হাজার স্বাধারণ অশিক্ষিত, অর্দশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, এমনকি অনেক উচ্ছ শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রিধারী অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানরা মাওলানাদের ওয়াজ তম্ময় হয়ে শুনে থাকে। এইসব মাওলানাদের বক্তব্যে **বেশি অংশই থাকে কুসংস্কার পুর্ন ইসলামের বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী এ**বং ন**ানারঙ্গের ধর্মীয় উপাখ্যান।** এইসব কুসংস্কারপুর্ন গল্প মাওলানাদের মুখে শুনার পর গ্রাম্য স্বাধারণ মুসলমানদের মনে অনেক কুসংস্কারপুর্ন কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস হয় এবং তাদের মনে সর্বদা কুসংস্কারপুর্ন ভয়ভিতির সৃষ্টি হয় এবং তারা সকলেই একটা অজানা অলৌকিকতার সাগরে বা কল্পনা-জগতে সদাসর্বদা ডুবে থাকে।

ছোটবেলা এমনি অনেক ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে মাওলানাদের সুমধুর কণ্ঠে অনেক কুসংস্কারপুর্ন গাজাখুরি গল্প শুনে মাঝে মাঝে চিন্তা হত যে এইসব মাওলানারা কোথায় পায় এত কুসংস্কার। তাদের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতাম। এখন দেখছি যে ইসলামি কিতাব গুলোতে কুসংস্কারের কোন অভাব নেই মা'শাল্লাহ। উল্লেখিত ঔসব ইসলামী কিতাব থেকেই পাঠদকদের জন্য কিছু ইসলামি কুসংস্কারের নমুনা পেশ করছি আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্দ্ধে। উল্লেখ্য, এইসব কুসংস্কার ইসলামী কিতাব থেকে হুবুহ তুলে দিচ্ছি এবং ইহাতে আমার নিজের সৃষ্টি কিছুই নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার অল্পকিছু রসালো মন্তব্য *(ব্রাকেটের ভিতরে)* থাকবে। আমার এবারকার ইসলামি কুসংস্কারে সিরিজ কেছুদিন ধরে চলবে আশ করি। এবার আসুন, আমরা খুজে দেখি মুসলিম-আমজনতা কিধরনের কুসংস্কারে ডুবে থাকে।

(১) আল্লাহপাক দুনিয়ার সবকিছু কি ভাবে বানালেন!

আল্লাহ পাক পরয়ারদিগার সবকিছুর বানাবার পুর্বে তাহার কুদরতি নূরথেকে নবী মোহাম্মদের (দঃ) এর নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর সেই মোহাম্মদী (দঃ) নুর থেকে আল্লাহ সকল মাখলুকের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে আল্লাহ মোহাম্মদী নুরকে চারিভাগে ভাগ করেন এবং তার একভাগ দ্বারা আরসে আজীম, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা লেখার কলম, তৃতীয়ভাগ দ্বারা লওহে মাহফুজ তৈরী করেন। এবং চতুর্থভাগটিকে আবার চারিভাগে ভাগ করতঃ প্রথম ভাগ দিয়ে আরশবহনকারী ফেরেস্তা, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে আল্লাহর আরশ (সিংহাসন), এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা সকল ফেরেস্তাকুল সৃষ্টি করেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে আবার চারি ভাগে ভাগ করে উহার প্রথম অংশ দ্বারা আসমান, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা পৃথিবী, এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা বেহেস্ত ও দোজখ তৈরী করেন। আবার চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম ভাগ দিয়ে মোমেনদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কলবের জ্যোতি, তৃতীয় ভাগ দ্বারা লা ইলাহ ইল্লাল্লহু মুহম্মদুর রাসুল্লাল্লাহর পবিত্র নুর তৈরী করিলেন, এবং বাকি চতুর্থ ভাগ দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সকল বস্তু সমুহ সৃষ্টি করিলেন।

(২) কলমের নিবের মাথা কি ভাবে ফাটিল!

পাঠকগন আপনারা জানেন কি কলমের নিবের অগ্রভাগ কি ভাবে ফাটা হল? তবে শুনুন মনোযোগ দিয়ে। পুর্বোল্লিখিত সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিয়া আল্লাহ তায়ালা মাবুদ কলমকে আদেশ করিলেন, হে কলম! তুমি কলেমায় তাইয়্যেব-'লা ইয়ালাহ ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লহ' লিখ। তখন কলম একাধারে চারিশত বৎসর ধরে (কার মতে চারি হাজার বৎস ধরে) 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু' লিখতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই শেষ অংশ 'মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ' লিখিল না। তখন আল্লাহ কলমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কলম তুমি কি লিখিয়াছ?' কলম যাহা লিখিয়াছিল তাহা আল্লাহকে দেখাল। আল্লাহ রাগের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি শেষ অংশ লিখ নাই কেন? কলম উত্তুর দিল, 'হে প্রভু, আমি আপনার মহান পবিত্র নামের সঙ্গে আর কার নাম লিখতে সাহস করি নাই। তখন আল্লাহ রাগান্বিত সুরে বলিলেন, তুমি আমার পরম বন্দ্ধুর নামটি না লিখে বড্ড ভুল করেছ। তুমি তারা তারি আমার দোস্তের নামটি লিখ'। তখন কলম আল্লাহতায়ালাকে এভাবে নাখোশ দেখে ভয়ে **কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহাতে নিবের অগ্রভাগ ফাটিয়া গেল।** কলমের নিবের মধ্যভাগে যে ফাটল দেখা যায় সেটা তারই নিদর্শন। যাহউক, কলম তারা তারি আল্লাহর পেয়ারে দোস্ত মুহাম্মদের নাম চারি হাজার বৎসর ধরে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল।

(৩) আল্লাহর আরশ কত বড় এবং আরশ বহনকারী ফেরেস্তাদের আকার আকৃতি কিরূপ!

আল্লাহ র আরশ এত বড় যে তাকে ধারণ করার জন্য মোট আঠার হাজার স্তম্ভের উপরে স্থাপন করা হল। উহার এক স্তম্ভ থেকে আর এক স্তম্ভের দুরত্ব সাত শত বৎসরের পথ। স্তম্ভগুলোকে

আল্লাহ সাত তবক যমিন ও আসমানের ভিতরে পুঁতিয়া দেওয়া হল। আরশটিকে বহন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা চারিটি বিরাট আকৃতির ফেরেস্তা তৈরী করিলেন। এই চারিটি ফেরেস্তা আবার চার প্রকারের চেহারাযুক্ত। যেমন একটি হল মানুষের ন্যায়, দ্বিতীয়টি ব্যাঘ্রের ন্যায়, তৃতীয়টি শকুনের ন্যায় এবং চতুর্থটি হল একটি গাভীর আকৃতির। এই চার ফেরেস্তার আকৃতি এত বড় যে তাহা কল্পনাও করা যায় না। ইহাদের পা এত দীর্ঘ্য যে তাহা সাত তবক যমিনের নিচে গিয়া পৌঁছিল। এই ফেরেস্তারা এক পদক্ষেপে সাত হাজার বৎসরের পথ অতিক্রম করতে পারে।

(৪) আখেরী নবীর উম্মতগন কিভাবে আল্লাহর করুনা লাভ করল!

আল্লাহ তায়ালা শেষ নবীর কুদরত থেকে 'লওহে মাহফুজ' বানানের পর কলমকে হুকুম করলেন, হে কলম! তুমি আদি মানব হইতে শুরু করিয়া একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বারের অদৃষ্ট ঘঠনা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ কর। আদেশানুযায়ী কলম হযরত আদম (আঃ) এর আওলাদ হইতে শুরু করিয়া সমস্ত নবীর উম্মত সকল বিবরন লিখিল, যেমন যাহারা যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করবে তাহারা বেহেস্তের অদিকারী আর যাহারা ইহার বিপরীত আমল করিবে তাহারা দোজকের অধিবাসী হইবে। এই একই কথা কলম শেষ নবীর উম্মত সম্বন্ধেও লিখতে যাচ্ছিল ঠিক এমনি মুহুর্তে আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে গুরু গম্ভীর আওয়াজ আসিল 'হে কলম! এক্ষেত্রে ঔ কথা লিপিবদ্ধ করি ও না'। কলম তখন ভয়ে কেঁপে উঠিল এবং আরজ করিল, হে প্রভু বলুন তবে কি লিখিব! আল্লাহ তায়ালা তখন বলিলেন, লিখ, **'উম্মাতু মুহাম্মাদিন -অ- রাব্বুন গাফুর।' অর্থাৎ শেষ নবীর সকল উম্মতগন অনেক গুনাহ র কাজ করিলেও আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা বেকসুর ক্ষমা করিয়া দিবেন।'** (সম্ভবত একারনেই মুসলিমদের মধ্যে অনেক বেশি dishonesty and corruption বিরাজমান, কারণ আল্লাহ মুসলিম চোর-ডাকাতদের সকল পাপ মাপ করে দিবেন কিনা?)

(৫) মুসল মানের জন্য পাচ ওয়াক্ত নামাজ কি ভাবে নির্দারিত হল!

আলাহ তায়ালা মুহাম্মদী নুর থেকে একটি ময়ুর তৈরী করিয়া সাজারাতুল ইয়াকীন বৃক্ষে স্থাপন করেন। এই ময়ুরটি সেই বৃক্ষে বসে সত্তুর হাজার বৎসর পরম করুনাময়ের নামে তসবীহ পাঠ করিতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা লজ্জার আয়না তৈরী করত উক্ত ময়ুরের সামনে স্থাপন করেন। তাহাতে ময়ুর তার অপুর্ব সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া স্রষ্টার উদ্দেশ্য পরপর পাঁচটি সেজদা করে। এই পাঁচটি সেজদাই পরবর্তিতে দুনিয়াবী জীবনে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাহার উম্মতগনের উপরে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ রূপে নির্দারিত হইয়া যায়।

সুত্রঃ কাছাছুল আম্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান); মুক'সেদুল মুমিনিন ; বেহেস্তের জেওর।

(চলবে)